মুজিবনগরে দুর্বৃত্তদের হামলায় ইউপি সদস্য আহত

মুজিবনগরে দুর্বৃত্তদের হামলায় আহত হয়েছেন উপজেলার মোনাখালী ইউনিয়নের ১ নম্বর ওয়ার্ড সদস্য মোনাখালী গ্রামের মৃত জাহাঙ্গীর আলম এর ছেলে হাবিবুর রহমান হাবিব।

আজ শুক্রবার সন্ধ্যা সাড়ে সাতটার দিকে মোনাখালী গ্রামের পূর্বপাড়ায় মিন্টু মিয়ার বাড়িতে এই ঘটনা ঘটে।

প্রত্যক্ষদর্শী মোনাখালী গ্রামের পূর্বপাড়ার মোজাম্মেল হকের ছেলে প্রবাসি মিন্টু মিয়ার স্ত্রী ফিরোজা খাতুন জানান, তার মেয়ে বিদিয় হয়ে শ্বশুর বাড়ি যাবে এজন্য তাদের আত্মীয় ওয়ার্ড মেম্বার হাবিবুর রহমান হাবিবকে দাওয়াত দিয়েছিলাম সন্ধ্যায় হাবিবুর রহমান আমাদের বাড়িতে আসলে মোনাখালীর মধ্যপাড়ার ফারদেস এর ছেলে সুজন এবং সজল এবং ফিহাজের ছেলে রাশেদ ও শিশির জোরপূর্বক তাদের বাড়ি প্রবেশ করে আচমকা হাবিব মেম্বারকে আক্রমণ করে এবং তাকে কিল ঘুষি সহ বিভিন্ন ভাবে আঘাত করে রক্তাক্ত জখম করে। আমরা মহিলারা নিরুপায় হয়ে মেম্বারকে বাঁচাতে বটি হাতে তাদের তাড়া দিলে তারা পালিয়ে যায়। পরে আমরা তাকে উদ্ধার করি এবং পুলিশকে ফোন দিলে পুলিশের সহায়তায় তাকে হাসপাতালে প্রেরণ করা হয়।

এ বিষয়ে আহত ওয়ার্ড সদস্য হাবিবুর রহমান হাবিব আমাদের জানান, আমি দাওয়াত খেতে মোনাখালী পূর্ব পাড়ার মিন্টু মিয়ার বাড়িতে যাই এ সময় মিন্টু মিয়ার মেয়ে জামাই এর কথা বলছিলাম হঠাৎ সুজন, সজল রাশেদ, শিশির সহ আরো কয়েকজন মিন্টু মিয়ার বাড়িতে ঢুকে কোন কিছু না বলেই আমাকে আক্রমণ করে এবং প্রথমে একটি হাতুড়ী দিয়ে আমার হাতে বাড়ি দেয় এবং কিল ঘুষি ও লাঠিসোটা দিয়ে মারতে থাকে আমাকে বাঁচাতে বাড়ির মহিলারা এগিয়ে আসলে তারা পালিয়ে যায় আমি তাদের সহায়তায় পুলিশকে ফোন দিই এবং পুলিশ এসে আমাকে উদ্ধার করে হসপিটাল এ নিয়ে আসে।

তিনি আরো বলেন কিছুদিন আগে সুজন ও সজলের পিতা ফারদেসের বিরুদ্ধে ছাগল চুরির বিচার আমি করেছিলাম। সে সময় তারা বিচার টি না মেনে চলে যায়। আমার মনে হয় তার পরিপ্রেক্ষিতেই আমার উপরে হামলা।

এ বিষয়ে অভিযুক্তদের মোবাইল নাম্বার না পাওয়ার কারণে তাদের সাথে

যোগাযোগ করে তাদের বক্তব্য নেওয়া সম্ভব হয়নি।

এ বিষয়ে মুজিবনগর থানা অফিসার ইনচার্জ (ওসি) উজ্জ্বল দত্ত জানান, ঘটনা শোনার পরে মুজিবনগর থানার একটি টিম সেখানে পাঠানো হয়েছিল। সেখানকার পরিস্থিতি এখন স্বাভাবিক আছে।লিখিত অভিযোগ পেলে তদন্ত পৃর্বক আমরা আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করব।

মেহেরপুরে দুর্বৃত্তদের হামলার শিকার দুই সাংবাদিক, আটক ২

মেহেরপুরের আমঝুপিতে সংবাদ সংগ্রহ করতে গিয়ে দুর্বৃত্তদের হামলায় আহত হয়েছেন বেসরকারি টিভি “চ্যানেল ২৪” এর স্টাফ রিপোর্টার রাশেদুজ্জামান।

আজ সোমবার (১২ ফেব্রুয়ারি) বেলা বারোটার দিকে আমঝুপি মানব উন্নয়ন কেন্দ্র (মউক) নামের একটি এনজিও সংস্থার দপ্তরের সামনে এই হামলার ঘটনা ঘটে।

এসময় আরো আহত হন জবাবদিহি পত্রিকার মেহেরপুর জেলা প্রতিনিধি সিরাজুদ্দোজা পাভেল। পরে পুলিশ এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। হামলার ঘটনায় আবু লায়েস ও জিয়াউর রহমান নামের দুই দুর্বৃত্তকে আটক করা হয়েছে।

জানা যায়, আজ সোমবার মেহেরপুর-চুয়াডাঙ্গা সড়কের আমঝুপি নামক স্থানে দুটি মোটরসাইকেলের সংঘর্ষে ঘটনাস্থলে একজন নিহত হন। এঘটনায় সংবাদ সংগ্রহ করতে যান সাংবাদিকরা।

মানব উন্নয়ন কেন্দ্রের একজন কর্মকর্তা উক্ত দুর্ঘটনার সাথে জড়িত থাকায় সংস্থাটির দপ্তরের সামনে জড়ো হয় সাধারণ মানুষ। এ সময় উক্ত জটলার ছবি তুলতে গেলে ৮/১০ দূর্বৃত্ত সাংবাদিক রাশেদুজ্জামানের উপর চড়াও হয়। এসময় তারা লাঠিসোটা নিয়ে হামলা শুরু করে। দূর্বৃত্তদের হাত থেকে সাংবাদিক রাশেদুজ্জামানকে বাঁচাতে এগিয়ে আসলে জবাবদিহি পত্রিকার মেহেরপুর জেলা প্রতিনিধি সিরাজুদ্দোজা

পাভেলের উপরেও হামলা করে তারা। এ সময় আহত হয় এই দুই সাংবাদিক। পরে পুলিশ গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনেন।

আহত সাংবাদিক রাশেদুজ্জামান বলেন, পেশাগত দায়িত্ব পালন করার লক্ষ্যে ভিডিও ফুটেজ ধারণ করার এক পর্যায়ে কিছু ব্যক্তি অতর্কিত হামলা চালায়। কিছু বুঝে ওঠার আগেই এলোপাথাড়ি কিল ঘুষি ও লাঠি সোটা নিয়ে আঘাত করে। হামলার সময় ভিডিও ফুটেজ নেওয়ার জন্য গালিগালাজ করছিল তারা। হাতে থাকা মোবাইল ফোন ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টাও করে হামলাকারীরা।

হামলার ঘটনায় থানায় মামলা করবেন বলে জানিয়েছেন এই দুই সাংবাদিক।

মেহেরপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সেখ কনি মিয়া জানান, সংবাদ পাওয়ার পর ঘটনাস্থলে পুলিশের একটি দল পৌঁছায়। হামলাকারীদের মধ্যে থেকে একজনকে আটক করা হয়েছে। কিছু সঙ্ঘবদ্ধ চক্রের মাধ্যমে ঘটনাটি ঘটানো হয়েছে কিনা তা তদন্ত করা হচ্ছে। সিসিটিভি ফুটেজ ও মোবাইলে ধারণ করা ভিডিও ফুটেজ থেকে হামলার সাথে জড়িত ব্যক্তিদের চিহ্নিত করা হচ্ছে। পরবর্তীতে তাদের আইনের আওতায় আনা হবে বলেও জানান তিনি।

এদিকে সাংবাদিকের উপর হামলার ঘটনায় সন্ধ্যা পর্যন্ত দোষীদের আইনের আওতায় নিয়ে আসার আল্টিমেটাম দিয়েছে মেহেরপুর প্রেসক্লাব। উদ্ভূত এমন ঘটনার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছে মেহেরপুরের সাংবাদিক সমাজ।

ঝিনাইদহে দুর্বৃত্তদের হামলায় বরুণ ঘোষ নামে একজন নি*হত

ঝিনাইদহ পৌর এলাকার হামদহ ঘোষপাড়ার বরুণ ঘোষ (৪২) নামের এক ব্যক্তিকে কুাপয়ে হত্যা করেছে দুর্বূত্তরা।

মঙ্গলবার (৯জানুয়ারী) সন্ধ্যা ৭ টার দিকে এ দুর্ঘটনাটি ঘটে। নিহত বরুণ হামদহ ঘোষপাড়া এলাকায় মৃত নরেন ঘোষের ছেলে।

স্থানীয়রা জানায়, সন্ধ্যার পর বাড়ীর পাশে দোকানে চা খেতে বের হয় বরুন ঘোষ। সেসময় কয়েক জন দুর্বূত্তরা তাকে টেনে হেচড়ে রাস্তার পাশে নিয়ে ধারালো অস্ত্র দিয়ে এলোপাতাড়ি ভাবে কুপিয়ে মারাত্বক ভাবে জখম করে।



পরে স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক বরুনকে মৃত ঘোষণা করেন।

নিহতের বড় ভাই অরুন কুমার জানান, আমার ছোট ভাই বরুণ ঘোষ বাড়ী থেকে চা খাওয়ার জন্য রাস্তার উপর পৌছালে কয়েক জন সন্ত্রাসীরা তাকে এলোপাতাড়ী ভাবে কুপিয়ে তার হাত পা বিচ্ছিন্ন করে ফেলে। তিনি আরও বলেন আমরা নৌকার ভোট করার কারনে আমার ভাইকে কয়েক দিন ধরে বিভিন্ন ভাবে হুমকি ধামকি দেওয়া হচ্ছিল।

ঝিনাইদহ জেলা পূজা উদযাপন কমিটির সাধারণ সম্পাদক বিনয় কুমার অভিযোগ করে বলেন, ঝিনাইদহ জুড়ে চলছে সংখ্যালঘু নিধন। শুধু মাত্র নৌকার পক্ষে ভোটে কাজ করার কারনে বরুনকে হত্যা করা হলো। আমি এ হত্যার সাথে জড়িতদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবী জানচ্ছি। পাশা পাশি প্রশাসনের কাছে সংখ্যালঘু পরিবারের নিরাপত্তার জোর দাবী জানাচ্ছি।

ঝিনাইদহ সদর সার্কেলের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মীর আবিদুর রহমান বরেন, শহরের হামদহ এলাকার ঘোষপাড়ায় বরুন নামের এক ব্যক্তি খুন হয়েছে। খবর পেয়ে সেখানে পুলিশ সুপার, জেলা প্রশাসক, পুলিশের ক্রাইমসীন ছুটে যান। হত্যার মূল কারন এখনও জানা যায়নি। ঘটনাটি এখনো প্রাথমিক তদন্তে রয়েছে খুব দ্রুতই এর সত্যতা জানা যাবে পুলিশের উপর ভরসা রাখুন বিস্তারিত যাচাই বাছাই পরবর্তীতে জানানো

□□□□